ভূমিকা

বাংলাদেশে কৃষির পথিকৃত কুমিল্লা। বৃহত্তর কুমিল্লার ৩টি জেলা কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিয়ে কুমিল্লা অঞ্চল গঠিত। কুমিল্লা অঞ্চল চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তরাংশে অবস্থিত। এ অঞ্চল উত্তরে হবিগঞ্জ, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে ফেনী ও নোয়াখালী জেলা, পশ্চিমে বরিশাল, শরিয়তপুর, মুন্সীগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং নরসিংদী জেলা দ্বারা বেষ্টিত। অঞ্চলের মোট আয়তন ৬৬৫৫.৮৬ বর্গ কিলোমিটার।

কুমিল্লা অঞ্চল একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল। কৃষি, শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র রূপে ভারত উপমহাদেশব্যাপী এ অঞ্চলের ৩টি জেলা বেশ সুপরিচিত। দিন বদলের পালায় কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরে ও আধুনিক কৃষি কলাকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের অবস্থান প্রথম সারিতে। গোমতী, মেঘনা, তিতাস, ডাকাতিয়া বিধৌত কুমিল্লা অঞ্চল ফুল, ফল আর ফসল উৎপাদনে সৌন্দর্য্যের এক লীলাভূমি। রবি মৌসুমে যে দিকে চোখ যায় সে দিকেই সরিষা আর সোনালী ফসল বোরো ধান। তাছাড়াও বিভিন্ন ডাল জাতীয় ফসল, তেল জাতীয় ফসল, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, ধনিয়া, হরেকরকম শাকসবজি ব্যাপকহারে চাষ হচ্ছে এ অঞ্চলে।

কুমিল্লা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ২১ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৬ জন। আবাদী জমির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৪ শত ৪৫ হেক্টর। এ অঞ্চলের ৩টি জেলাই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা ২০৫%। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের যুগোপযোগী কৃষি কর্মসূচি গ্রহণের কারণে এবং আবাদি জমির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে হেক্টর প্রতি বিভিন্ন ফসলের ফলন বেড়েছে এবং সামগ্রিককভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়, চৌদ্দগ্রাম, আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা, আখাউড়া, বিজয়নগর ও সদর উপজেলায় পাহাড়ি উঁচুভূমি রয়েছে। এসব এলাকায় লিচু, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জলপাই, কুল, আনারস, মাল্টা প্রভৃতির আবাদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফল বাগানে আন্তঃফসল হিসাবে আদা, হলুদ ও শাকসবজির আবাদ হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির যুগে আধুনিক বাংলাদেশ গড়া, কৃষি ও কৃষক-কৃষাণীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্খিত উৎপাদন অর্জন করে এ দেশের আপামর জনসাধারণের বিশেষ করে কৃষককূলের দারিদ্র বিমোচন করে ভাগ্যোন্নয়ন হোক এটাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন "দেশের এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে" বাস্তবায়নের রূপরেখা

কুমিল্লা অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় (সরকারি, বেসরকারি), ব্যাক্তি মালিকানাধীন/ অ্যাবসেন্টি কৃষকের জমি, পাহাড়ি/ টিলা /উঁচু-নিচু এলাকা, চর এলাকা, পানিতে নিমজ্জিত/কচুরিপানাযুক্ত নিচু জমি, বসতবাড়ির অনাবাদি জমি ইত্যাদি বিবেচনায় সর্বমোট প্রায় ৮২৮৩.৫৬ হে. অনাবাদি পতিত জমি রয়েছে। ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা সমন্বয় সভায় আলোচনা, কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, অনানুষ্ঠনিক প্রশিক্ষণ, বিনামুল্যে বীজ বিতরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়ার ফলশ্রুতিতে বর্তমান রবি মৌসুমে এ পর্যন্ত প্রায় ১৭৩৫.৩৫ হে. অনাবাদি পতিত জমি আবাদের আওতায় এসেছে। অবশিষ্ট আবাদযোগ্য অনাবাদি পতিত জমি যদি আবাদের আওতায় আনা যায়, তাহলে আমাদের খাদ্য সংকট মোকাবেলায় যেমন ভুমিকা পালন করবে, তেমনি গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ফলপ্রসূ হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, উপপরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা'র অফিস প্রাঙ্গনে পতিত জমিতে বর্তমান রবি মৌসুমে টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাধাকপি, রঙ্গিন বাঁধাকপি,মরিচ, লালশাক, মূলা, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, লেটুস, গাজর, ধুনিয়া, আলু, মিষ্টি আলু, বথুয়া শাক, পালং শাক, ক্যাপসিকাম, স্কোয়াশ, পেয়াজ, তিসি, সূর্যমূখী ইত্যাদি ফসল আবাদ করা হয়েছে।

আউশ ধানের আবাদ এলাকা সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অধিক ফলনশীল জাতসমূহ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা:

টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রীকৃত, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণির কৃষকদের প্রযুক্তিজ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণই এ অঞ্চলের লক্ষ্য। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে তিনটি ধানের মৌসুম চলে আসছে আউশ, আমন এবং বোরো। বিংশ শতকের ষাটের দশকে সেচ নির্ভর ইরি-বোরো ধান প্রবর্তনের আগ পর্যন্ত আমন এবং আউশ ছিল ধানের প্রধান ফসল। সমতল জলাভূমি ছাড়াও পাহাড়ী অঞ্চলেও আউশধান আবাদ হয়। বেশ পরিবেশবান্ধব ও কৃষকবান্ধব এক অন্যতম ফসল হলো এই আউশ ধান। মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ সামলাতেই আউশের ওপর বোরোর এ আগ্রাসন চলে প্রায় চার দশক ধরে। যদিও বর্তমানে একবিংশ শতকে নতুন ভাবে আউশ চাষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, বৃষ্টিনির্ভর আউশের পরিবর্তে আইল দিয়ে পানি ধরে রেখে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানকে আউশের মৌসুমে আবাদ করা হয়। পরে শুধু রোপা আউশ নামে আউশের কিছু জাত উদ্ভাবন করা হয়। সঙ্গে আগের মতো বোনা আউশ বা সত্যিকারের আউশের কিছু জাতও প্রচলন করা হয়। বাংলাদেশে কৃষি বিভাগ বিগত কয়েক বছর যাবত আউশের বিভিন্ন জাত জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের প্রণোদনা দিচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন করে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) আউশ ধানের চাষাবাদ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে বোরো ধান চাষাবাদে প্রচুর ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহৃত হচ্ছে ফলে পানির স্তর ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানি সাশ্রয়ের জন্য বৃষ্টি নির্ভর ও খরা সহিষ্ণু ধানের চাষাবাদ বাড়ানো প্রয়োজন।

কুমিল্লা জেলা বর্তমানে আউশ ধান আবাদে দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। বিগত খরিপ-১ মৌসুমে কুমিল্লা অঞ্চলে আউশ ধানের আবাদ হয়েছে ৯৭০৫৪ হেক্টর, তম্মধ্যে কুমিল্লা জেলাতেই ৭৮,৫৪০ হে. জমিতে আউশ ধান আবাদ হয়েছে, যা পূর্বের আউশ মৌসুমের (৭৫,৫২৫ হে.) তুলনায় ৪% বেশি। আউশ ধানের হে. প্রতি ফলনও (২.৯৯ মে.টন/হে.) অত্যন্ত ভাল। তথাপিও কুমিল্লা জেলাসহ চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আউশ ধানের আবাদ এলাকা সম্প্রসারণ ও উৎপাদন আরও বৃদ্ধিকল্পে নিম্নোক্ত পরিকল্পণা গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল এর আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা

ফসল	জেলার নাম	২০২৩-২০২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা		২০২৪-২০২৫ এর লক্ষ্যমাত্রা	
		আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
আউশ	কুমিল্লা	৭৮৭০০	২৩৬০৫২	৭৮৭০০	২৩৬১০০
	চাঁদপুর	১০৯০৩	৩২০৫৪	১১১২১	৩২৬৯৫
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩২০০	৪০৭৮৮	১৩৫০০	৪১৮৫০
	অঞ্চল মোট	১০২৮০৩	৩০৮৮৯৪	১০৩৩২১	৩১০৬৪৫

০১. অধিক ফলনশীল নির্বাচিত জাতসমূহের (যেমন- ব্রিধান৪৮, ব্রিধান৫৫, ব্রিধান৫৮, ব্রিধান৭৪, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৩, ব্রি ধান৮৫, ব্রি ধান৯৮, বিনাধান-১৯, বিনাধান-২১ ইত্যাদি) বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ
০২. নির্বাচিত জাতসমূহ দ্বারা অপেক্ষাকৃত পুরাতন জাতসমুহকে আউশ ধানের আবাদের আওতায় আনা
০৩. খরিপ-১ মৌসুমে আবাদযোগ্য পতিত জায়গাসমূহ আউশ ধানের আবাদের আওতায় আনা
০৪. খামার যান্ত্রিকীকরণ ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়ন
০৫. বীজ বপণ থেকে ফসল কর্তন পর্যন্ত সকল আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার
০৬. উত্তম কৃষি পরিচর্যা কৌশল অনুসরণ
০৭. সর্বোপরি সকল সভা, প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ইত্যাদির মাধ্যমে আউশ আবাদে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ

তেলজতীয় ফসল আাবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে গৃহীত পদক্ষেপ

০১. আমন ধানের অধিক ফলনশীল স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন জাতসমূহ (যেমন-ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮৭, বিনাধান-৭, বিনাধান-১৬, বিনাধান-১৭, বিনাধান-২২ ইত্যাদি) সঠিক সময়ে চাষ করে সরিষা আবাদ নিশ্চিতকরণ
০২. আমনের পর বোরো হয় এমন জমিতে সরিষা অন্তর্ভুক্তকরণের নিমিত্তে আমন ধান পাকার পর দেরি না করে সাথে সাথে কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে কর্তন করে জমির পানি শুকানোর ব্যবস্থা করে ২-৩ দিন পর জো আসার সাথে সাথে চাষ দিয়ে সরিষা বীজ বপন করার ব্যবস্থাকরণ এবং সরিষা সংগ্রহের পর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যোগে বোরো ধানের চারা রোপন করা
০৩. আমন ধান কাটার ৭-১০ দিন পূর্বেই রিলে ক্রপিং হিসেবে জমিতে সরিষার বীজ বপন করা
০৪. মশুরের সাথে সরিষা/তিসি সাথি ফসল হিসেবে চাষকরণ
০৫. বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার পর জমিতে জো আসার সাথে সাথে বিনা চাষে সরিষা চাষের ব্যবস্থাকরণ
০৬. তেল ফসলের অধিক ফলনশীল উফশী জাতসমূহের মানসম্মত বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। চরের আবাদযোগ্য পতিত জমিতে চীনাবাদাম চাষে উৎসাহিতকরণ। এ ক্ষেত্রে খরিপ মৌসুমে চাষকৃত জমি থেকে উৎপাদিত চীনাবাদাম সম্পূর্ণ বীজ হিসেবে রেখে রবি মৌসুমে কৃষকদের নিকট চিনাবাদাম বীজ সহজলভ্যকরণ এবং আবাদ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ। ফসল আবাদে অধিক ফলনশীল উফশী জাত ব্যবহার নিশ্চিহতকরণ
০৭. উত্তম কৃষি পরিচর্যা কৌশল অনুসরণ
০৮. পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে চিহ্নিত সমস্যা, যেমন-জলাবদ্ধতা, নিষ্কাশন ও সেচের পানির ব্যবস্থাকরণ
০৯. খরিপ-২ মৌসুমে আগাম জাতের ধানের আবাদ করে আাগাম জাতের সরিষা/সূর্যমুখী ফসলের আবাদ
১০. বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে কুমিল্লা অঞ্চলের বিগত ২০২১-২২ মৌসুমের (২৩,৫৫৮ হে.) তুলনায় বর্তমান ২০২২-২৩ মৌসুমে (৩৪,৮০০ হে.) সরিষা আবাদ ৬৭.৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে

কুমিল্লা অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে গৃহিত কার্যক্রম

০১। সকল ফসলের মানসম্পন্ন উফশী ও হাইব্রিড জাত ব্যবহার
০২। স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং অধিক উৎপাদনশীল জাত ব্যবহার
০৩। ঘাত সহনশীল ও বালাই সহনশীল জাত ব্যবহার
০৪। ফসলে পর্যাপ্ত জৈব সার ও সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার
০৫। কৃষিতে খামারযান্ত্রিকীকরণ
০৬। কৃষি জমির মাটির উপরিস্তর কর্তনে কৃষকদের নিরূৎসাহিতকরণ এবং ইট ভাটার বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
০৭। মৌসুমি অনাবাদি জমি চাষাবাদের আওতায় আনয়ন
০৮। পারিবারিক সবজি-পুষ্টি বাগান স্থাপন। বসতবাড়ীর পতিত জমিতে পরিকল্পিতভাবে সবজি, ফল ও মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধিকরণ। এতে করে ফল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে
০৯। বাণিজ্যিক ফল বাগান স্থাপন এবং ছাদ বাগান কর্মসূচি সম্প্রসারণ
১০। পাহাড়ি ও উঁচু ভূমিতে লিচু, মাল্টা, পেঁয়ারা, লেবু ইত্যাদি ফলের আধুনিক জাতের নতুন নতুন বাগান সৃজনের পাশাপাশি বিদ্যমান বাগানসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধিকরণ
১১। বিদ্যমান ক্রপিং প্যাটার্নে তেল ও ডাল জাতীয় ফসল এবং পেঁয়াজ অন্তর্ভূক্ত করে জেলায় ডাল ও তেল জাতীয় ফসল এবং পেঁয়াজ এর আবাদ বৃদ্ধিকরণ
১২। নতুন ও অপ্রচলিত ফসল যেমন- সূর্যমুখী, ভুট্টা, আদা, হলুদ,পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ
১৩। শস্য বিন্যাসে সরিষা, আউশ ধান, ভট্টা, সূর্যমুখী ইত্যাদি ফসল অর্ন্তভুক্তকরণ
১৪। নতুন নতুন কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে খোরপোষ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের প্রচেষ্টা নেওয়া
১৫। লেবু জাতীয় ফসলের বিস্তারের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ ও নতুন জাতের বাগান স্থাপন
১৬। বিদ্যমান কৃষক গ্রুপকে (সিআইজি,রাজস্ব কৃষক দল,আইএএনএফপি) স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে ফসল আবাদ বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ
১৭। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে উদ্যোগ গ্রহণ
১৮। বন্যা, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান
১৯। ইউনিয়ন পর্যায়ে ফিয়াকে (কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র) কৃষককে সেবা প্রদান

প্রধান প্রধান কৃষি বিষয়ক সমস্যাসমূহ

০১। কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত
০২। প্রকৃত জমির মালিকগণ চাষাবাদ বিমুখ
০৩। সেচ ও শ্রমিক খরচ তুলনামূলকভাবে বেশী
০৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অসময়ে বৃষ্টিপাত, বন্যা, খরা ইত্যাদির কারণে চাষাবাদে ব্যাঘাত ঘটছে
০৫। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, বনায়ন, শিল্পায়ন, মৎস্য চাষ, ইটের ভাটা, বসতবাড়ি,রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে কৃষিজমি দ্রুত কমে যাচ্ছে। তাছাড়া, এসব কারণে বৃষ্টির পানি জমে গিয়ে মৌসুমী জলাবদ্ধতায় ফসলহানী ও সময়মতো ফসল রোপণ করা যায় না
০৬। প্রকৃত চাষীদের পুঁজির অভাব
০৭। ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা, ফড়িয়া- দালালদের খপ্পরে পড়ার ভয়, সময় মত ঋণ না পাওয়া
০৮। পুরাতন খালগুলি পুনঃখনন না করায় বর্ষার সময় পানি দ্রুত নেমে যেতে পারেনা, ফলে আকস্মিক বন্যায় ফসলহানী
০৯। সেচে যন্ত্রের পানি সরবরাহে কাঁচা নালার কারণে পানি ২০-৩০% অপচয় হওয়ার ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়
১০। বোনা আমনের উপযোগী উচ্চফলনশীল জাতের অভাব
১১। ঘাত ও বালাই সহনশীল জাত বিশেষ করে ব্লাস্ট এবং বাকানি রোগ প্রতিরোধী জাতের অভাব
১২। সেচপ্রকল্প এলাকায় সঠিক সময়ে সেচের পানি সরবরাহ না করা। এ কারণে ধান রোপণ বিলম্বিত হয়
১৩। সেচপ্রকল্প এলাকায় অতিবৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশন না করায় ফসলহানী হয়
১৪। সেচপ্রকল্প এলাকায় ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি প্রবাহ কম হয় এবং প্রকল্প এলাকার খালে কচুরী পানা থাকায় পানি প্রবাহ বিঘ্ন ঘটে
১৫। হাওড় এলাকায় ধান কর্তন ও মাড়াইয়ে শ্রমিকের অভাব এবং হাওড় এলাকায় ধান মাড়াইয়ের জন্য উঁচু স্থানের অভাব

সমস্যা সমাধানের উপায় বা সুপারিশসমূহ

০১। সম্প্রসারণ কর্মী ও চাষীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা
০২। এলাকা ও চাহিদাভিত্তিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ
০৩। শিক্ষিত নারীদেরকে আরো বেশী করে কৃষি কাজে সম্পৃক্ত করা
০৪। শিক্ষিত বেকার যুবকদেরকে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে কৃষি কাজে সম্পৃক্ত করা
০৫। মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও উন্নয়নে জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা
০৬। জৈব কৃষি অবলম্বনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা
০৭। চাষীদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা
০৮। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি সমস্যা মোকাবেলায় চাষীদেরকে প্রযুক্তি ও পরামর্শ প্রদান করা
০৯। জলাবদ্ধতা নিরসণে সেচ প্রকল্পসহ ভরাট হয়ে যাওয়া খালগুলি পুন:খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১০। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাঁধের ভিতরে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে আবদ্ধ পানি দ্রুত প্রবাহও নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১১। সেচ প্রকল্প এলাকার খালের কচুরিপানা পরিস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা
১২। ধানসহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত সংখ্যক কৃষকের বাজার স্থাপন করে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ
১৩। পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও খাল ভরাট প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১৪। কমিউনিটি থ্রেসিংফ্লোর নির্মাণ করা
১৫। বিভিন্ন প্রকার ঘাত সহনশীল ও বালাই সহনশীল জাত বিশেষ করে ব্লাস্ট ও বাকানি প্রতিরোধী ধানের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ
১৬। দ্রুত শূন্যপদসমূহ পূরণ করা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যানবাহনের ব্যবস্থা করে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং ব্লক পর্যায়ে মটরসাইকেল সরবরাহ করে মাঠের কার্যক্রম সহজতর করা

উপসংহার

কৃষি প্রধান অর্থনীতির প্রায় ৭০ ভাগ জনসাধারণ এখনও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। মোট জিডিপির ২২ শতাংশ আসে কৃষি খাত হতে। তাই কৃষির উন্নয়ন না ঘটলে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অথবা রূপকল্প ২০৪১ অর্জন অসম্ভব হয়ে যাবে। তাই সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত এবং উফশী জাতের সম্প্রসারণ, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ও কৃষিখাতে অন্যান্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে। কৃষি তথা কৃষকের উন্নয়নে এ অঞ্চলের কৃষি কার্যক্রম বিগত বছরগুলো থেকে গত ২০২১-২২ অর্থবছরে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যার দরুণ এ অঞ্চলে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আবাদি জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষিতে সর্বপ্রকার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারা অব্যাহত রাখতে এবং সবজি ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করে স্থানীয় পুষ্টির চাহিদা পূরণে আগামী বছরগুলোতে কর্মপরিধি আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল প্রযুক্তি কুমিল্লা অঞ্চলের কৃষক সর্বাগ্রে গ্রহণ করে এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। আউশ মৌসুমে উৎপাদন খরচ ও পানি কম প্রয়োজন হয় এবং খাদ্যের চাহিদা মিটায়, বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। তাই বোরো, আমনের পাশাপাশি আউশ মৌসুম ধানের উৎপাদন বাড়ানো তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দানাসশ্যের উৎপাদন সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আইল ব্যবস্থাপনা ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে আউশ ধান চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, লাভজনক এবং পানি সাশ্রয়ী শস্য বিন্যাস এর মাধ্যমে আউশ চাষ করা হচ্ছে। আশা করা যায় এ লক্ষমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। আরও নতুন নতুন ফসল ও প্রযুক্তির উপরে বিভিন্ন প্রকল্প, প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষি পরিবেশ অঞ্চল রয়েছে। একদিকে যেমন হাওড় অন্যদিকে পাহাড় এই ভূ-বৈচিত্র্য কুমিল্লা অঞ্চলের কৃষিকে করেছে বৈচিত্রময় ও সমৃদ্ধ। কৃষিক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে খোরপোষের কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। দেশের এ অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার মহাসড়কে কুমিল্লা অঞ্চলও সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে।